পুষ্পাঞ্জলি।

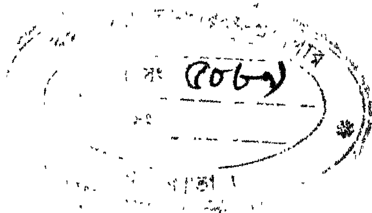
শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী।



কলিকাতা,
২৩ নং ঈশ্বর মিল লেন, বিশ্বভাণ্ডার লাইব্রেরী হইতে
শ্রীরাজকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩২১ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীরাজকুমার মজুমদার।
বিশ্বভাণ্ডার প্রেস।
২৩ নং ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা।



উৎসর্গ পত্র।

স্বর্গগতা

স্নেহময়ী দিদির

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই পুষ্পাঞ্জলি

উৎসর্গ করিলাম।

ভূমিকা।

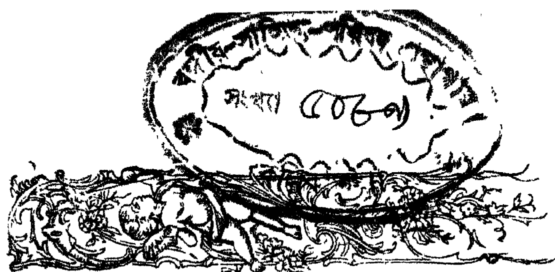
কোমলমতি বালকবালিকাদিগের নিমিত্ত এই পুস্তিকা লিখিয়াছি। যদি ইহা তাহাদের কোন উপকারে আসে তাহা হইলে ধন্য হইব।

মান্যবর পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় এই পুস্তিকার প্রণয়ন ও প্রকাশ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ ও প্রণাম দিতেছি।

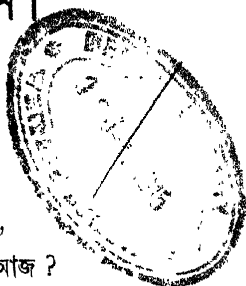
গ্রন্থকর্ত্রী—

সূচীপত্র।





পুষ্পাঞ্জলি।



কি লিখিব ?

বসিনু লিখিতে লয়ে লেখনীর সাজ,
লিখিতে কি জানি বল কি লিখিব আজ ?
লিখেছিল বাল্মীকি ও ব্যাস মহামতি,
লিখেছিল কালিদাস আর ভবভূতি,
লিখেছিল চণ্ডীদাস শ্রীকবিকঙ্কণ
বিদ্যাপতি ক্ষেমানন্দ অপূর্ব্ব লিখন ;
ভক্তিমতী মিরাবাঈ কত কব আর,
দিয়েছিল বাণী পদে নানা উপচার।
সেই রাম, সেই সীতা, সেই সে লক্ষ্মণ,
সেই শ্রীরাধিকা, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সীতা, সতী, দময়ন্তী, সাবিত্রী, বেহুলা—
কবির কবিত্বে যাঁরা রয়েছে উজলা।

নিতুই নূতন ভাবে পরিচিত হয়,
সে সব চরিত্রে চির মুগ্ধ এ হৃদয়।
কবিতা কাননে তাই পুষ্প কিছু তুলি।
উদ্দেশে দিতেছি এই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।

বেহুলা।

মৃতপতি কোলে করি চলিল বেহুলা,
উচ্চরোল করি কান্দে যত পুরবালা।
কেহ নাহি সঙ্গে সতী চলিল একেলা
তীর হতে বহু দূরে গেল সেই ভেলা।
নীলাকাশ ছেয়ে গেল কৃষ্ণ বর্ণ মেঘে,
ঝটিকার সনে বহি বৃষ্টি এল বেগে।
অঙ্গ দিয়ে অঙ্গ ঢাকে মুখ দিয়ে মুখ,
বৃষ্টি লাগি পাছে পতি পায় কোন দুখ।
যে ঘাটেতে যায় ভেলা সে ঘাটে তখন,
সতী তরে আনে লোক কুসুম চন্দন।
অপূর্ব্ব মাধুরী মাখা সেই মুখখানি,
দেখিতে দেখিতে কারো সরেনাক বাণী।

অচল অটল ভাবে রহে সতী নারী,
কত দেশ কত নদী উত্তরিল তরী।
পচা গন্ধে কাক চিল উড়ে আসে ধেয়ে,
স্পর্শিতে পারে না কেহ সতী মুখ চেয়ে।
কত দিবা কত রাত্রি গেল অনশন,
নিশ্চয় বাঁচাবে পতি সতীর এ পণ।
মৃত সতী স্কন্ধে করি ঘুরেছিল ভোলা,
মৃত পতি লয়ে সতী ভাসায়েছে ভেলা।
বাঁচাতে পারেনি সতী দেব মৃত্যুঞ্জয়।
বাঁচে পতি গুণে তব যশ বিশ্বময়!
চক্রে ছিন্ন সতী দেহ করিল মুরারি,
মিলনের তরে পুনঃ জন্মিল শঙ্করী।
তোমার সাধনা গুণে চক্রী নিরুপায়,
জিয়ালেন লখীন্দরে হুইয়ে সদয়।
রহিল অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বেহুলা সতীর,
ঘোষিল জগৎ মাঝে লেখনী কবির।

বালিকাদিগের প্রার্থনা।



এ প্রার্থনা তব পদে করি বার বার,
মোদের আদর্শ হ'ক চরিত্র সীতার।
সাবিত্রীর মত মোরা বর যেন পাই,
তাঁর মত বুদ্ধি লয়ে দুকুল বাঁচাই।
সতীর মতন মোরা অভিমানী হব,
পতিনিন্দা শুনে কভু জীবিত না রব।
পূতি গন্ধ বেহুলার পুষ্পগন্ধ সম,
সেইরূপ হয় যেন ইন্দ্রিয় সংযম।
নাহি চাহি মূল্যবান্ চিকণ বসন,
না চাহি হীরক কিংবা স্বর্ণের ভূষণ।
আর্য্যনারী মোরা শুধু আর্য্যকীর্ত্তি চাই,
যাহার তুলনা এই পৃথিবীতে নাই।
সত্য বাক্য ছাড়া যেন মিথ্যা নাহি বলি,
রুষ্ট হয়ে যেন কারে নাহি দিই গালি।
দময়ন্তী সাধ্বী সতী স্মরণ করিব,
বিভু-পদে মতি রাখি ধর্ম্ম আচরিব।
মাতা, পিতা, জন্মদাতা রাখি যেন মনে,
সদা তুষ্ট করি যেন বিনয় বচনে।

যৌবন কালেতে প্রভু সদা সঙ্গে থেক ;
মত্ত নাহি হই কভু এই শুধু দেখ।
চিত্তে যেন শান্তিসুধা দিবা রাত্রি রয়,
এই শুধু আমাদের ভিক্ষা দয়াময়।

নীতিকথা।

১

অনুষ্ঠেয় কার্য্য যত
যতনে পালিবে,
অযত্ন করিলে শ্রম
বিফল হইবে।

২

কল্যাণীয় কার্য্য যাহা
সত্বর সাধিবে,
বিলম্ব হইলে বিঘ্ন
সে কর্ম্ম নাশিবে।

৩

মাননীয় বলে যারে
সমাজে মানিবে,
তাঁর সাক্ষ্যে হাস্যালাপ
দূষণীয় হবে।

৪

মাননীয় যা বলেন
নীরবে শুনিবে,
জানা কথা হলে বাধা
তবু নাহি দিবে।
সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

৫

বিষয়েতে অত্যাসঙ্গ
যতনে তেজিবে ;
ব্যসন অনর্থ মূল
সদাই স্মরিবে।

৬

যৌবনের রিপুকুলে
স্ববশে রাখিবে ;
প্রবল ইচ্ছার শক্তি
কর্ম্মে ঢেলে দিবে।

৭

কর্ম্মময় ধর্ম্মময়
নামটি কিনিবে ;
উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিগুলি
মনেতে চাপিবে।

৮

অশ্লীল কর্কশ ভাষা
সর্ব্বদা বর্জ্জিবে ;
তিরস্কার কালে জিহ্বা
সংযত রাখিবে।
সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

৯

বিবাদ কালেতে কারো
পক্ষ নাহি লবে ;
সত্যবাক্য নির্দ্ধারণে
ভয় না করিবে।

১০

সভা মাঝে গেলে সদা
সাবধানে রবে ;
বেশ করে ভেবে দেখে
তবে কথা কবে।

১১

সাধুগণে ভক্তিভরে
সতত নমিবে ;
লোভী মানবের সনে
মৈত্রী না স্থাপিবে।

১২

সমাগত শত্রু মিত্রে
সমান সেবিবে ;
দেবতা সমান জ্ঞানে
অতিথি পূজিবে।

সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

১৩

পর নিন্দা পর চর্চ্চা
সতত ত্যজিবে ;
নিজ জিহ্বা নিজ মন
পবিত্র রাখিবে।

১৪

কারো গূহ্য কথা কা'রে
কভু না ভাঙ্গিবে ;
মনের মালিন্য তাতে
জীবনে না হবে।

১৫

পর উপকার তরে
সদা আগু হবে ;
শিবি সম আত্মত্যাগে
প্রস্তুত থাকিবে।

১৬

নিজ সাধ্য মত সদা
হিতকারী হবে ;
ধর্ম্মের বর্ম্মেতে দেহ
আবৃত রাখিবে।
সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

১৭

স্বজাতীয় রীতি নীতি
যতনে পালিবে ;
দেশের গৌরব বৃদ্ধি
আনন্দে করিবে।

১৮

ভোজ, ভাষা, পরিচ্ছদ,
জাতি চিনাইবে,
ব্যবহার অনুসারে
প্রকৃতি থাকিবে।

১৯

অসৎ কার্য্যেতে অর্থ
ব্যয় না করিবে,
অসৎ উপায়ে ধন
কভু না অর্জ্জিবে।

২০

সদাচারী মিতব্যয়ী
সতত থাকিবে,
লক্ষ্মীর করুণা তবে
আপনি হইবে।
সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

২১

ব্যবসায়ী ব্যক্তি বলি
ঘৃণা না করিবে;
সকল কর্ম্মের মাঝে
তাঁর হস্ত পাবে

২২

বিদ্যালয়ে বাচনিক
শিক্ষা না করিবে,
মনের বিকাশ মাত্র
উদ্দেশ্য জানিবে।

২৩

অশিক্ষিতের প্রতি
করুণা করিবে;
ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান
তারে বিতরিবে।

২৪

সুমিষ্ট আলাপে রুষ্ট
কভু না হইবে;
শ্রদ্ধার আসন তবে
সহজে পাইবে।
সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

২৫

পিতা, মাতা, গুরুজনে
নিত্য প্রণমিবে ;
শিক্ষিত বা অশিক্ষিত
দৃষ্টি না রাখিবে।

২৬

শ্রদ্ধাসহকারে জ্যেষ্ঠে
সদাই সেবিবে ;
সাধ্য অনুসারে সুখী
তাঁহারে করিবে

২৭

অনুজ ও দারা সুতে
যত্নে শিক্ষা দিবে,
সুপথে থাকিলে তারা
তুমি সুখী হবে।

২৮

পরের মুখেতে দোষ
পরের না লবে ;
কার কোন্ গুণ আছে
তাই আন্দোলিবে।

সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

২৯

নিজের দোষের কথা
চিন্তা করে লবে ;
উপদেশ দানে তবে
প্রবৃত্ত হইবে।

৩০

উপদেশ বাক্যগুলি
হৃদয়ে পশিবে,
সেই উপদেশ যবে
কার্য্যেতে দেখাবে।

৩১

দুষ্ট ও দুরাত্মাগণে
প্রশ্রয় না দিবে,
ভুলেও তাদের সঙ্গ
কদাচ না লবে।

৩২

কুটুম্ব ও বন্ধুগণে
সন্তুষ্ট রাখিবে ;
তাঁদের প্রীতিতে তুমি
নিজে প্রীত হবে।
সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

৩৩

উপকার কর যদি
ভুলিয়া যাইবে ;
যে করেছে উপকার
তারে না ভুলিবে।

৩৪

অর্থ কষ্ট ভেবে দুঃখ
মনে না আনিবে ;
দৈনিক কার্য্যের কথা
শয়নে চিন্তিবে।

৩৫

সদসৎ শুভাশুভ
বিচার করিবে ;
ধর্ম্মপথে পেলে অন্ন
শান্তিতে খাইবে।

৩৬

ধনী বা বিদ্বান্ হলে
তম বিনাশিবে ;
তোমা চেয়ে ধনী গুণী
স্মরণ করিবে।
সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

৩৭

নিজ নিন্দা শুনে রোষ
কভু না করিবে,
পৃথিবীর সহ্যগুণ
আদর্শ রাখিবে।

৩৮

মিছা নিন্দা বেশী দিন
চাপা নাহি রবে,
লোক মুখে সত্য কথা
নিশ্চয় রটিবে।

৩৯

দূর হতে পত্র এলে
ত্বরায় খুলিবে,
আলস্য ত্যজিয়া তাহা
তখনি পড়িবে।

৪০

মাতাল পাগল হতে
দূরে পলাইবে,
মূর্খের সহিত তর্ক
সভয়ে ছাড়িবে
সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

৪১

তোষামুদে হলে দোষ
প্রচুর জানিবে ;
অযাচিত হয়ে কভু
মন্ত্রণা না দিবে।

৪২

লোভই অনর্থ আনে
মনেতে রাখিবে ,
প্রবঞ্চনা মহাপাপ
এ কথা জানিবে।

৪৩

উপকারী শত্রু হলে
মনেতে ক্ষমিবে।
বন্ধুমাঝে সদা তার
সুখ্যাতি করিবে।

৪৪

ভগবানে ভয় ভক্তি
কর্ত্তব্য জানিবে।
তাঁর প্রতি অকপট
বিশ্বাস রাখিবে।

সংসার মাঝারে তবে
নিত্য সুখ পাবে।

৪৫

লোক প্রীতি পেলে তবে
তাঁর প্রীতি পাবে ;
তাঁর দত্ত অন্তরাত্মা
নির্ম্মল রাখিবে।

৪৬

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
স্ববলে পিষিবে ;
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ধর্ম্মে,
হৃদাসন দিবে।
সে আসন চিরদিন
অক্ষুণ্ণ রাখিবে।
খলতা ও কপটতা
সব ভুলে যাবে।
তবে আত্মা আত্মানন্দে
সুখে লীন হবে।



প্রভুভক্তি।

আলোকিত ঘর
নীরব নিথর
সঘনে ঘণ্টাতে
বাজিল প্রহর—
ক্ষণে ক্ষণে নারী
হতেছে অধীর,
এল বুঝি ওই—
এল বনবীর !
ক্ষত্রিয় রমণী
ক্ষত্র কুলে জন্ম,
কেন কাঁপে দেহ
কেন বহে ঘর্ম্ম ?
"উর মা হৃদয়ে
উর মা ঈশানি,
তোর কোলে দিব
নয়নের মণি।
মার ছেলে মাকে
দিব উপহার,

কোলে নিতে মাতা
হও আগুসার।”
বলিতে বলিতে
দেখিল সন্তানে,
নিদ্রিত বালক
আপনার মনে।
রজনী যখন
হইল গভীর,
কৃপাণ লইয়া
এল বনবীর।
উদয়ের গৃহে
কোন শব্দ নাই,
মেঝে বসে শুধু
আছে পান্নাবাঈ।
ঘুচাতে কণ্টক
পিশাচের পণ—
শুধাইল “কোথা
রাজার নন্দন?”
অঙ্গুলি হেলায়ে
দেখাইল নারী

না কাঁপিল অঙ্গ
না ঝরিল বারি।
প্রভু পুত্র রক্ষা
করিবার তরে
কুমারের খাটে
রেখেছে বাছারে !
আলোকে ঝকিল
রক্তাক্ত কৃপাণ,
দ্রুত বনবীর
করিল প্রস্থান।
শুভ্র সে বিছানা
হলো রক্তময়,
দুটি হস্তে নারী
চাপিল হৃদয়।
ঘুমন্ত সে মুখ
উজ্জ্বল অম্লান,
তেমনি মুদ্রিত
রয়েছে নয়ান !
বাঁচাতে প্রভুর
প্রাণের সন্তান,

যার ছেলে আজি
মা করেছে দান।
ঊর্দ্ধ পানে চাহি
বসি কিছুক্ষণ
সন্তানের দিকে
ফিরাল নয়ন।
স্ফুরিল অধরে
আবার বচন,
"আয় বাছা আয়
করিরে চুম্বন।
যাও স্বর্গপুরে
নিজ নিকেতন,
রাজ কার্য্য তরে
দিয়াছ জীবন।
মা হয়ে তোমারে
দিনু বলিদান,
রক্ষিতে তাহার
সে অমূল্য প্রাণ।
রক্ষা হলো আজি
রাজ বংশধর

তৃপ্ত হল সেই
পিশাচ পামর।
তোর প্রাণ লয়ে
করিনু সমর,
এ আক্রন্দ মোর
অক্ষয় অমর।
যে দিন উদয়
ফিরিবে এ পুরে,
দেখিব তাহারে
তার এই ঘরে,
বাঁধিব কুমারে
দৃঢ় আলিঙ্গনে,
বসাব বাছারে
রাজ সিংহাসনে।
সেই দিন ক্ষুদ্র
শিশুটি আমার,
ঝরিবে ঝরিবে
নয়ন আসার,
হবে মোর সব
কর্ম্ম অবসান—

কাঁদিবে সে দিন
তোর তরে প্রাণ,
তোর মাতা হব
সেই দিন আমি,
মার ছেলে হয়ে
বুকে রবে তুমি।
তোর কচি মুখ
করিয়ে স্মরণ
স্বর্গপুরে বাছা
করিব গমন।"
অতীতের এই
অতীত কাহিনী,
ভুলনা কখন
ভুলনা রমণী।
কর্ত্তব্যের এই
দৃষ্টান্ত মধুর,
এই বিশ্ব মাঝে
রয়েছে প্রচুর।
করিতে হবে না
কোন অন্বেষণ,

পড় ভাগবত
পড় রামায়ণ।
এক মনে পড়
পুরাণ লিখন
অপার সুখেতে
হইবে মগন।
পড় ইতিহাস
আর পুণ্য কথা,
পড়িলে ভুলিবে
সংসারের ব্যথা।
বুঝিবে তখন
নিজের জীবন,—
স্বার্থের উদ্দেশ্যে
হয়নি গঠন।

ধর্ম্মবল।

পঞ্চ ভ্রাতা দেখে আসি মাতা ধরাতলে,
"কি কারণে কাঁদ মাতা কহ সব খুলে,
মুখে নাহি বাক্য কেন ভাস আঁখিজলে"?
বলিয়া বসিল সবে মার পদতলে।

"জান তো প্রভাতে পূজি কুল দেবতায়,
আজি মোরে আশুতোষ ঠেলেছেন পায়।
লয়ে পূজা উপচার হরষিত মনে,
পথে যেতে দেখা হল গান্ধারীর সনে।
শুধাইল মোরে, "কেন হেথা আগমন ?
মোর দেবতারে পূজ একি আচরণ !"
"রূঢ় কথা কেন দিদি আনিতেছ মুখে,
রাজপুরে আছি আমি আর কোন্ সুখে ?
সাবধানে লোভ ক্রোধ সম্বরিয়া থাকি
কিছু আমি ধরি নাকো যত দাও ফাঁকি।
দ্বন্দ্ব নাহি করি আমি কভু কারো সনে,
প্রাতঃকালে আসি শুধু দেব-আরাধনে।
পূজি আমি দেবতারে এই মোর সুখ,
সে পূজায় বাধা দিয়ে করো না বিমুখ।"
ক্রোধে আঁখি রক্তবর্ণ করিল গান্ধারী,
"এত বড় স্পর্দ্ধা ধর হইয়া ভিখারী।
পূজিবার সাধ তোর মোর দেবতায় ?
অনুমতি কভু আমি দিব না তোমায় ;"
উচ্চারিল এই কথা উচ্চ-কণ্ঠস্বর—
দ্বন্দ্ব দেখি প্রত্যক্ষ হলেন মহেশ্বর

"শতাধিক অষ্ট স্বর্ণ চম্পক প্রভাতে
যে আসিবে লয়ে অগ্রে আমারে পূজিতে,
তার পুত্র হবে রাজা আমি হব তার,
নিত্য মোরে পূজিবার তার অধিকার।"
বলে অন্তর্ধান হইলেন শূলপাণি—
বজ্রসম বাজিতেছে কর্ণে সেই ধ্বনি।"
দেখ পড়ে আছে মোর কুসুম চন্দন,
পূজিতে পারিনি আজি তাঁহার চরণ।
নিত্য পূজা করি তাঁরে, হলো নাক আজ,
মিছা দ্বন্দ্ব করে শুধু পাইলাম লাজ।
কাঁদিতেছি তাই আমি বড় নিরাশায়
কোথা পাব স্বর্ণ চাঁপা কনক উষায় ?
স্বর্ণে কেন এত স্পৃহা হল দেবতার,
এই প্রশ্ন উঠিতেছে মনে শতবার।
পূজি ভক্তিভরে তাঁরে আমি প্রাণপণে,
বিদায় নিষ্ঠুর হয়ে দিলেন কেমনে ?
না পোহাতে নিশি পুষ্প তুলিবারে যাই,
বিবিধ কুসুমে আমি সাজিটি সাজাই।
কুসুম চয়ন আমি করিব না আর,
শঙ্কর পূজিতে মোর নাহি অধিকার।

রাজমাতা না হইব ইথে দুঃখ নাই।
অর্চ্চিতে না পাব তাঁরে এই দুঃখ পাই।"
পঞ্চ পুত্র পদতলে রাখি পঞ্চ শির
কহিল, উঠগো মাতা মুছ আঁখিনীর।
দেবতায় সকলের সম অধিকার
দ্বন্দ্বের জন্যেতে শুধু ছলনা তাঁহার।"
"অপরের কথা নয়, তাঁর নিজ বাণী।
তাঁর কথা বল পুত্র কেমনে না মানি।
হাসি-মুখে গান্ধারী যে ফিরে গেল ঘরে,
আমি আসিলাম বাছা মাথা নীচু করে।
ধন বলে বলী, পূর্ণ হবে তার কর্ম্ম;"
"ধন শ্রেষ্ঠ নহে মাগো শ্রেষ্ঠ হয় ধর্ম্ম;
উঠ ধরাতল ত্যজি পূরিবে কামনা
সার্থক হয়েছে মাগো তোমার সাধনা।
সুবর্ণ চম্পক তরে কেন দুঃখ এত?
রজনী প্রভাতে এনে দিব শত শত।
যাঁর ভক্তিডোরে বাঁধা নর নারায়ণ
মিছামিছি সে কাঁদে মা কেন অকারণ?
উঠ মাগো উঠ ত্বরা মুছ অশ্রুনীর"
কহিলেন হৃষ্টচিত্তে ধনঞ্জয় বীর।

প্রভাত না হতে নিজ গাণ্ডীবে টঙ্কারি
স্বর্গ হতে স্বর্ণ-চাঁপা আনিল উপাড়ি।
রাশি রাশি স্বর্ণ-চাঁপা শিব শির'পরে
রাশি রাশি স্বর্ণ-চাঁপা মন্দির দুয়ারে।
সূর্য্য রশ্মি দেখা দিল মন্দির চূড়ায়
স্বর্ণ-চম্পকের বিভা মিশাইল তায়।
পূজা সাঙ্গ করি কুন্তী শান্ত-চিত্ত হয়ে
ফিরে গেল নিজ ঘরে দেবাশিষ লয়ে।
সারা রাত আলো জ্বালি রাজ-স্বর্ণকার
একশত আট চাঁপা গড়িল সোনার।
নিদ্রা হতে উঠি রাণী সদ্যঃ স্নাত হয়ে
স্বর্ণ থালে স্বর্ণ-চাঁপা নিলেন গোছায়ে।
মন্দিরের পথে এসে মূর্চ্ছা গেল রাণী,
স্বর্ণ-চাঁপা ছেয়ে আছে সারা পথখানি।
শারীরিক বল চেয়ে বল ধনে আরো,
তা'হতে বিদ্যার বল চতুর্গুণ ধোরো,
বিদ্যা হ'তে বুদ্ধি বড় জ্ঞানবান্ বলে,
ধর্ম্ম যে সবার শ্রেষ্ঠ জানিবে সকলে।

উত্তম।

—*—

উত্তম লিখন, আর উত্তম পঠন,
উত্তম অশন, আর উত্তম বসন,
উত্তম শয়ন, আর উত্তম চলন,
উত্তম ক্রীড়ন, আর উত্তম স্পর্শন,
উত্তম শ্রবণ, আর উত্তম দর্শন,
উত্তম কথন, আর উত্তম চিন্তন,
উত্তম মিলন, আর উত্তমাচরণ,
সকলি পাইবে তুমি করিলে সাধন।
সময়ে করহ যদি সুবীজ বপন,
পশ্চাতে পাইবে শস্য অতি অতুলন।

দেখ চেয়ে চারিভিতে
সকলি উত্তম।
প্রকৃতি দেবীর শোভা
কিবা মনোরম।
হের ওই তারাকুল
চমকে আকাশে
অমিয় জোছনা ঢালি
চন্দ্রমা বিকাশে।

বিমল উষার শোভা
আর সান্ধ্য রবি,
বিধাতা সৃজিত দুই
অপরূপ ছবি।
পক্ষিকুল মুখরিত
বনরাজি শোভা
তৃণ পত্র মাঝে পুষ্প
কিবা মনোলোভা।
আর ভাব এ সবের
সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি
সুন্দর মধুর আর
সর্ব্বোত্তম তিনি।
উত্তম উত্তমে যবে
হয় সম্মিলন
পরম সুখের তরে
হয় সে কারণ।
হের নিজ অন্তরেতে
কি পবিত্র ভূমি,
নিশিদিন জাগে তথা
সেই অন্তর্যামী।

মিলাও উত্তম যত
নিজকর্ম্মে আনি ;
পৃথিবী শুনিবে তব
জয় শঙ্খ ধ্বনি ।
উত্তমের খনি তুমি
উত্তম যখন,
সকলি সম্ভব যদি
কর দৃঢ়পণ ।

পত্রের প্রতি ।

ত্বরা করে আয় ছুটে ও সোনার পাখি,
তব আশে পথ চেয়ে সদা বসে থাকি ।
আনিবে বারতা তুমি ওরে সোনামুখি,
তোমারে দেখিলে পরে হই কত সুখী ।
তোমার মতন বন্ধু দেখিতে না পাই,
ইচ্ছা করে শুধু তোরে দেখিরে সদাই ।
সুদূর প্রবাসে যবে আসিস উড়িয়া,
হৃদয় জুড়ায় তোরে নয়নে হেরিয়া ।
আনিস রে স্বদেশের কত বিবরণ,
মিষ্ট সে স্বদেশ মোরে করাস স্মরণ ।

আত্মীয় স্বজন সহ মিষ্ট সেই বাস
প্রত্যহ করিয়া ভোগ মিটেনাক আশ।
প্রবাসে নূতন এসে নূতন এ বাসা,
দুদিন বাসের পর মিটে গেছে আশা।
কিবা মনোহর শোভা নগ্ন প্রকৃতির।
দিক্ মাতাইয়া বহে মলয় সমীর।
চারিদিকে খোলা মাঠ সুনীল আকাশ,
উষার সন্ধ্যায় কিবা শোভার বিকাশ!
অদূরে পাহাড় ধূম্র, আর নদী তীর,
পাখী গায় অধিকারি বিটপীর নীড়।
বিধাতার কীর্ত্তি সব করিছে প্রকাশ,
সকলি সুন্দর তবু মিটে গেছে আশ।
স্বদেশের ঘরখানি সদা পড়ে মনে,
ছাড়া গরু ফিরে যেতে চায় গৃহ কোণে।
আপনার কুঁড়ে খানি সুষমার সার,
জীবনের পুণ্যতীর্থ স্নেহ কোল মার।
প্রীতিভরা প্রতিবাসী ঘরের দেবতা,
নিত্য দেখি নিত্য পূজি কতই মমতা।
সবার বারতা পাখী আনরে সত্বর,
মোর আশীর্ব্বাদে তুই হইবি অমর।

"সংসার মাঝারে কিছু নহেক অসার।"

ধন বলে "আমি গেলে
দুঃখী হয় নর,
সে হেতু সকলে করে
আমার আদর।"
চরিত্র শুনিয়া হেসে
করিল উত্তর,
"বোঝে না বলিয়া তাই
দুঃখ পায় নর।
ধন গেলে ধন আসা
অসম্ভব নয়—
চরিত্র করিলে নষ্ট
সব নষ্ট হয়।
আসা যাওয়া এই হলো
স্বভাব তোমার।
আমি গেলে কিন্তু ফিরে
আসি নাক আর।"
চন্দন ডাকিয়া বলে
লতায় পাতায়,

"সার্থক জনম দেখ
আমার ধরায়।"
উত্তর করিল তারা
আনন্দেতে দুলে,
"মিথ্যায় জনম কেহ
না লয় ভূতলে।
সকল জিনিষ হতে
উপকার হয়,
সকল কথার কত
দিব পরিচয়?
আলোকে আঁধারে মিশে
দিবা রাতি হয়,
চন্দন ছেদন হয়
কুঠারের ঘায়।
মানব কুঠার আনি
করিবে ছেদন,
তবে তো তোমার হবে
সার্থক জীবন।
মানব কুঠার যদি
না থাকিত ভবে,

তাহলে তোমারে কোথা
কে খুঁজিত কবে ?
সরোবরে ফুটে থাকে
কমল সুন্দর,
তাহারে বেড়িয়া থাকে
ওই বিষধর।
ওই বিষধর বিষে
কত প্রাণ নাশে,
রোগেতে ঔষধ রূপে
ব্যবহারে আসে।
বিষ আছে বলে লোকে
অমৃতেরে খোঁজে,
আঁধার আছয়ে বলে
আলোকেরে বোঝে ;
পাপ আছে বলে তাই
পুণ্যের কদর,
তবেত পূজিতে দেবে
তোমার আদর।"

নারদের দর্প চূর্ণ।

এক দিন নারদের
উপজিল মনে,
মম সম হরি ভক্ত
নাহি ত্রিভুবনে।
অন্তর্য্যামী অন্তরের
কথাটি জানিয়া,
হইলেন উপনীত
অন্তরে হাসিয়া।
বলিলেন মিষ্ট ভাষে
নারদে তখন,
"চল মোর সাথে তুমি
করিব ভ্রমণ।"
বীণায় ঝঙ্কার দিয়ে
ঋষি কন হাসি,
উদয় হইল মোর
ভাগ্যে পূর্ণ শশী।
কোথা যাবে দয়াময়
কা'রে উদ্ধারিতে

কার বাঞ্ছা পূর্ণ আজি
হবে গো মহীতে।”
কহেন মাধব “আছে
ভক্ত একজন,
যাহাকে দেখিলে তৃপ্ত
হয় মোর মন।
থাকি আমি কত দেখ
দূর দূরান্তরে,
মন পড়ে থাকে তার
সে ক্ষুদ্র কুটীরে।
কোথা হরি দীননাথ
ডাকে সে নিশায়,
ভক্তের সে ডাক বাজে
পরাণ-বীণায়।
পৃথ্বী হতে নিশারাণী
নিতেছে বিদায়,
আঁকিছে প্রভাত ছবি
আকাশের গায়।
এই তো পড়েছি এসে
ভক্তের কুটীরে,

অদৃশ্য থাকিয়া এস
লক্ষ্য করি তারে।”
রাঙ্গা রবি উঁকি দিয়ে
উঠিল গগনে,
“জয় দীননাথ” চাষা
ডাকিল সঘনে।
হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া
গেল নিজ কাজে,
সারাদিন রহিল সে
শত কর্ম্ম মাঝে।
শেষ সূর্য্য রশ্মি যবে
মিলাইল ধীরে,
হাল গরু লয়ে চাষা
ফিরে এল ঘরে।
“বাবা বাবা” বলি কোলে
এল সুকুমার,
আর কারো নাহি যেন
তাতে অধিকার।
কন্যা আসি বলে “বাবা
সব হলো ভুল

বলেছিলে দেবে মোরে
এনে বনফুল।"
ঠাঁই করি গেল পত্নী
যত্নের সহিত,
শাক, অন্ন, ফল, দুগ্ধ,
আনিল ত্বরিত।
পুত্র কন্যা লয়ে চাষা
করিল ভোজন,
ভোজনান্তে নিদ্রা তরে
করিল গমন।
শয়নের পূর্ব্বে যোড়
করি দুটি পাণি,
কহিল "কোথায় আছ
ওহে রঘুমণি ?
কত দিবা কত নিশি
হয়ে গেল গত,
মিছা কাজে ঘুরে মরি,
কোথা দীননাথ ?"
মুছিল সজল আঁখি
কমল লোচন,

রহিল বিস্ময়ে চাহি
নারদ তখন।
কহিল অস্ফুট ভাষে
"বুঝিবারে নারি—
কেমনে ঝরিল প্রভু
তব চক্ষে বারি।
দিন রাত ও চরণে
পড়ে আছে প্রাণ
দিন রাত গাহি আমি
তব গুণ গান।
কত এল গেল চলে
কালের অতীতে,
আমি শুধু আছি মেতে
এই মধু গীতে।
হৃদি গ্রন্থি ছিন্ন হলো
বাজিবে না বীণ,
আর গাহিব না গান,
কর মোরে লীন।
শুধু দুইবার চাষা
ডাকিয়া তোমারে,

টানিয়া এনেছে এই
কুটীরের দ্বারে।
রিক্ত করি আপনারে
দিছি সব ধরে,
দেখিবারে যাই ছুটে
সে বৈকুণ্ঠপুরে।
তবু ভক্ত নহি আমি
ওহে দয়াময়!
কিসে চাষা বেশী ভক্ত
বল সমুদয়?
ভক্ত বলে অহঙ্কার
করেছিনু মনে,
দেখাতে এনেছ তাই
তব ভক্তজনে।
অহঙ্কার ভাঙ্গ প্রভু
তাতে দুঃখ নাই।
কিসে চাষা বেশী ভক্ত
শুনিবারে চাই।"
এতেক শুনিয়া হরি
করিল উত্তর,

"শুনহ নারদ তুমি
দুঃখ নাহি কর।
কেন না বাজাবে বীণ
গাহিবে না গান,
করিতেছ কেন ভক্ত
মিছা অভিমান ?
আমারে করেছ তুমি
জীবনের সার—
পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা,
আমি তো তোমার।
সুখ দুঃখ সমর্পিয়া
সর্ব্বরাত্রি দিন,
সুখময় স্বর্গ মাঝে
তুমি উদাসীন।
বীণায় তুলিয়া তাই
সুমধুর তান
দিবা রাতি কর ভক্ত
হরি গুণ গান।
চাষ বাস দারা সুত
রয়েছে চাষার—

মায়া রাজ্যে মায়া যারে
করেছে বিস্তার।
সংসারে ঘুরিয়া মরে
শত কর্ম্ম মাঝে,
দুঃখ রোগ দৈন্য যার
সদা বুকে বাজে।
প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে
মরেমর টানে,
কোথা দীননাথ ডাকে
আকুল পরাণে।
মধুর ভক্তের ডাক
ভক্তি-উপহার
রাখিতে পারিনি আমি
তাই আঁখিধার!
অহঙ্কার বড় রিপু
সকলেই জানে,
যোগী হয়ে অহঙ্কার
এনেছিলে টেনে!
ত্যাগী হয়ে আনিলে যে
মিছা অহঙ্কার

ভক্তাধীনে ব্যথা কভু
দিও নাকো আর।
আমি ছাড়া তুমি নয়
আমিই সকল ;
চাষা করিয়াছে মোরে
পারের সম্বল।"

আমি।

—※—

(১)

নশ্বরের তরে কেন এত আয়োজন ?
নশ্বর সংসারে লোক কেন অগণন ?
নশ্বর সংসারে কেন বহে সমীরণ ?
জুড়ায় নশ্বর দেহ বল কি কারণ ?
নিত্য নিত্য দিন রাত আসে যায় কোথা ?
নশ্বর সংসারে লোক কেন পায় ব্যথা ?
নশ্বর সংসারে সুখ কেন এত হয় ?
নশ্বর জঠরে কেন জীব জন্ম লয় ?

ডালে কেন মিষ্টস্বরে ডাকে পাখীগণ ?
ছয় ঋতু কোথা হতে করে আগমন ?
ছড়াইয়া মৃদু বাস কেন ফোটে ফুল ?
মধু তরে মত্ত কেন ধায় অলিকুল ?
সকলি নশ্বর একি সব স্বপ্নময় ?
স্বপনে স্বপনে দিনরাত গত হয় ?
যুগযুগান্তর আর জীবন মরণ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এ সকলি স্বপন ?
মিছে আশা ভালবাসা কেহ কারো নয়—
এই গীতি গেয়ে শুধু কাটাব সময় ?
কিছু কিছু নয় যদি সদা পড়ে মনে,
বুঝিতে পারি না আছি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
এক শস্য পাকে, বীজে আর শস্য হয়,
বীজের মাঝারে বীজ চিরস্থায়ী রয়।
অবিনাশী আত্মা দেখ এই দেহ মাঝে,
নশ্বর বলিলে মোর বড় বুকে বাজে।
আমি জানি বিশ্বময় সকলি আমার,
আমার সুখের তরে এ বিশ্বসংসার।
আমার মনেতে হয় সুখের উদয়,
আমার মনেতে পুনঃ দুঃখ জন্ম লয়

আমার তরেতে এই সব আয়োজন,
সকলি যে সত্যময় সব প্রয়োজন।
তিনি আমি—আমি তিনি—এতো মিথ্যা ম
আমার মাঝারে দেখ সেই জ্যোতির্ম্ময়।
বিশ্ব মাঝে আমা ছাড়া আর কিছু নয়—
সকল জীবের মাঝে দেখ আমি ময়।
জলে স্থলে সব যবে হয় একাকার।
জেগে থাকি তার মাঝে হইয়ে ওঙ্কার।

